14-03-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো, বাবাকেই স্মরণ করো, এই শরীরকে দেখেও দেখো না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, এই পুরোনো দুনিয়ায় থেকেও তোমরা কোন্ ডায়রেক্শন পেয়েছো ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো পুরোনো দুনিয়া, যেখানে তোমরা থাকো তা কবরখানায় পরিণত হবে, এ হলো রাবণ-রাজ্য, এতে মন(হৃদয়) লাগিও না। এখানে থেকেও বুদ্ধির আসক্তি নতুন দুনিয়ার প্রতি যাওয়া উচিত। গৃহস্থী জীবনে অবশ্যই থাকো কিন্তু কমলফুলের মতন হয়ে থাকো, সকলের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কও পালন করো। বুদ্ধিযোগ যেন একমাত্র বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। জ্ঞানযোগে পাকাপোক্ত হও। কোনো অবস্থাতেই খুশীর পারদ যেন কম না হয়ে যায়। ধৈর্য রেখে কর্মবন্ধনকে মিটিয়ে ফেলতে থাকো।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো রে মন.....

ওম্ শান্তি । মানুষ, মানুষকে ধৈর্য ধরতে তখন বলে যখন সে দুঃখ, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে তোমরা মনুষ্য মতানুসারে চলো না। তোমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলছো। সেও আবার সকলে চলে না। ঈশ্বর যাঁকে সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরু বলা হয়ে থাকে -- ওঁনার মৎ-ই তো প্রসিদ্ধ। ভগবানই শ্রীমৎ দিয়েছিলেন। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অথবা দৈব-দুনিয়ার মালিক হওয়ার। এত উঁচু মৎ আর কেউ দিতে পারে না কারণ মানুষমাত্রেই সকলেই হলো পতিত, ভ্রষ্টাচারী। তাহলে তারা মৎ-ও তেমনই দেবে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে আমাদের শিববাবাই মৎ প্রদান করছেন। এ হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ) বাবার সর্বোচ্চ মৎ। ওঁনাকে তো কেউ ভ্রষ্টাচারী, পতিত বলবে না। পতিতরাই সেই নিরাকার বাবাকে আবাহন করে থাকে -- সাকারের তো কথাই নেই সেইজন্য বলা হয়ে থাকে যে মানুষের মৎ শুনো না। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল.....(খারাপ শুনোনা, খারাপ দেখো না...) যদিও এই চোখই মানুষকে দেখে থাকে কিন্তু তোমরা তৃতীয় নেত্র পেয়েছো যার দ্বারা তাদের দেখতে হবে। আর সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় কেউ নেই যাদের তৃতীয় নেত্র আছে, যার দ্বারা তারা বাবাকে দেখতে পারে। তোমরা বোঝ যে বাবাকে দেখতে যাব, বুদ্ধিতে রয়েছে যে ইনি তো আত্মা, তাই না! তোমরা আত্মাকে দেখো। জীবাত্মা বলা উচিত। কেবল বোন বললে আত্মাকে ভুলে যায়। এখানে বোঝানো হয় যে তোমরা এই শরীরকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। দিব্যচক্ষু দিয়ে ওঁনাকে দেখো। তোমাদের আত্মা এখন প্রকাশ (আলো) পেয়েছে যে -- আমাদের বাবা কে! কোথায় থাকেন ! ওঁনার থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি! তোমাদের মতন দুনিয়ায় কেউ নেই, যারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ বাচ্চা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে। বাবার উত্তরাধিকার তো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো সূর্যবংশীয় রাজা-রানী হওয়া। যদিও ব্যারিস্টারি পাশ করে কিন্তু তাতেও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। কেউ অনেক উপার্জন করে, কেউ আবার মুশকিলেই পেট ভরায়। এখন তোমরা জেনেছো যে আমরা ঈশ্বরের থেকে রাজত্ব প্রাপ্ত করছি। কোনো মানুষকে, কেউ কখনও বলতে পারে না যে ইনি হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরু আর সকলেই হলো গুরু। সত্য বলা সদ্গুরু হলেন একমাত্র একজন-ই। বাকি সকলেই হলো মিথ্যা প্রচারকারী। তারা কেউ প্রকৃত সদ্গতি দিতে পারে না। সদ্গুরুর মাহাত্ম্য আমি-তুমি কেউই জানতাম না। কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে তিনি কিভাবে সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরু হলেন। তারা তো সর্বব্যাপী বলেই করা সমাপ্ত করে দেয়। তারা পরমাত্মাকে আলাদা মনেই করে না যে উনি হলেন বাবা, আমরা হলাম সন্তান। তারা বলে দেয় যে সকলেই বাবা। এর থেকেও নিম্নে পাথর-মাটির টুকরোতেও পরমাত্মাকে ঠেলে দিয়েছে। বাবা বোঝান - এ'রকম নয়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিশ্চয় হয়েছে যে অবশ্যই অদ্বিতীয় বাবা-ই হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরু। ওঁনাকে কেউ জানে না। যদি জানো তবে সেখানে যেতেও পারবে। কাউকে জানতে হলে তখন তার নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই জানতে পারা যায়। নাহলে জেনে লাভ কি! সকল মানুষই দুঃখী তাই শান্তি চায়। তাদের এ'কথা জানাই নেই যে আমরা আসলে শান্তিধামের বাসিন্দা। ওখান থেকেই আমরা আসি। আত্মারূপী আমাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। বাবা গুরুদের উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে থাকেন যে তারা কাউকে সদ্গতি দিতে পারে না। তারা ভয় দেখায় যে গুরুর নিন্দাকারী ঠাঁই পাবে না। বাস্তবে এ'সমস্ত কথা অসীমের বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে যে যদি তোমরা আমার গ্লানি করাও তবে সত্যযুগে উচ্চে ঠাঁই পাবে না। সন্ন্যাসীরা তো এ'সকল কথা বলতে পারে না যে তোমরা আমার গ্লানি করলে ঠাঁই পাবে না। কোন্ ঠাঁই? ঠাঁই-এর কথা তো জানাই নেই। সাধনা করতে থাকে কিন্তু সাধনা করে তো সদ্গতি পেতে পারে না। একমাত্র বাবা-ই এসে ধৈর্য্য প্রদান করেন। তোমরা জানো যে বরাবর ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছি, আমরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে গেছি।

যতক্ষণ পর্যন্ত সুখধামের সাক্ষাৎকার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখধামকে বুঝবে কিভাবে! এখন তোমরা জানো যে এ হলো দুঃখধাম -- এখানে অল্পসময়ের জন্য সুখ রয়েছে। এই অল্পসময়ের রাজত্বে কত খুশী থাকে। মনে করে যে গান্ধীজী রাম-রাজ্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু না, এখানে তো আরোই উগ্র রাবণ-রাজ্য হয়ে গেছে। সকলেই বলে, পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। পূর্বে কেবল পতিত ছিল, এখন তো ভ্রষ্টাচারীও বলা হয়ে থাকে। এ হলো কলিযুগের শেষ। কত ঘুষ চলে। বাবা এসে সমগ্র দুনিয়ার মানুষমাত্রকেই বলেন এখন ধৈর্য ধরো। কিন্তু শোনে না। ভবিষ্যতে সকলেই জানতে পারবে। প্রদর্শনীতেও এ'টাই দেখানো হয় যে কিভাবে দুঃখের দুনিয়া সরিয়ে সুখের দুনিয়া গড়ে তুলছে। অন্তে সকলেই শুনবে, তাই না! একদিকে মায়া সকলের গলা টিপে ধরতে থাকে। অন্যদিকে বাবা নিজের পরিচয় দিতে থাকেন। এখন অসংখ্য মানুষের কাছে আওয়াজ পৌঁছে দিতে হবে। যত-যত মহিমা বেরোবে ততই সংবাদপত্রেও অধিকমাত্রায় পড়বে, তখন অনেকেই আসবে। এ'টা পরিশ্রমের। ধর্ম বা মঠ ইত্যাদি স্থাপন করা অনেক সহজ। বৌদ্ধ ধর্মে একটি ভাষণেই ৬০-৭০ হাজার বৌদ্ধ বানিয়ে নেয়। এখানে তো পরিশ্রম আছে। মায়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মুখোমুখি হয়। ওখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধর কোনো কথাই নেই। এখানে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। মুখ্য কথাই হলো পবিত্রতার। আর কোনো জায়গায় পবিত্রতার কথা নেই। ওদের তো ঘরের প্রতিই বৈরাগ্য আসে অথবা কিছু চুরি, পাপ ইত্যাদি করে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নেয় সেইজন্য চোরেদের ধরার জন্যও সন্ন্যাসী, সি.আই.ডি ইত্যাদি রাখতে হয়। দালাল-রূপে, ব্যবসায়ীদের রূপেও সি.আই.ডিরা থাকে। পুলিশের গুপ্তভাবে অনেক কাজ চলতে থাকে। বন্ধুত্বের বাহানায় সোনার ব্যবসায়ীদের সাথে মিলেমিশে যায়, তারপর সবকিছু জানা হয়ে যায়। কারবারী কারবারও করে আবার সি.আই.ডি.-র কাজও করে। দুনিয়া অত্যন্ত সংকটে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তোমরা অতি ভাগ্যশালী যে এ'সকল সংকট থেকে দূরে সরে এসেছো। দুনিয়ায় তো সংকটের উপর সংকট রয়েছে। তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক প্রাপ্তি। ওরা তো দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তোমরা বসে রয়েছো শরীর পরিত্যাগ করার জন্য। কোথায় পুরোনো শরীর শেষ হয়ে যাবে আর আমরা তখন বাবার কাছে চলে যাব। হৃদয় বাবার সাথে আর নতুন দুনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে তাহলে পুরোনো দুনিয়া কোন্ কাজে লাগবে! এ হলো পুরোনো বস্ত্র। এর থেকে বৈরাগ্য চলে আসে। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে - ঘর-পরিবার থেকে। স্ত্রী-কে নাগিনী মনে করে। তোমাদের এ হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য। গাওয়াও হয় - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। জ্ঞান পাওয়া যায় যে পুরোনো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও। একে কবরখানায় পরিণত হতে হবে। ও'টা হলো পার্থিব জগতের সন্ন্যাস, ওদের এ'টা জানা নেই যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারা বলে যে আমরা ঘরেই একত্রিত হয়ে থাকতে পারি না সেইজন্য তাদের ঘরের প্রতি বৈরাগ্য আসে আর তারা জঙ্গলে চলে যায়। এ হলো তোমাদের অসীমের বৈরাগ্য। কিন্তু তা কেউই জানেনা। তোমরা বলবে, আমরা তো সমগ্র পুরোনো দুনিয়ার থেকে, কবরখানা থেকেই বৈরাগ্য। এ হলো রাবণ-রাজ্য। এ'রকম মূর্খ কে আছে যে পুরোনো দুনিয়াতেই মন(হৃদয়) বসিয়ে রাখবে। এখনও পর্যন্ত সবকিছু তৈরী হয়ে যাওয়া উচিত। সত্যযুগ আসার সময় যখন আসবে তখন লড়াই হবে। কেউ লেখে যে যদিও ঘরে বসে রয়েছি কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি যে কি করবো। মমত্ব যদি না থাকে তাহলে লালন-পালন কিভাবে হবে। বাবা বলেন - বৎস, থাকতে তো এখানেই হবে। কিন্তু বুদ্ধির আসক্তি এখন নতুন দুনিয়ার দিকে চলে যাওয়া উচিত। প্রকৃত ভালবাসা তার সাথেই থাকা উচিত। এই পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসবে। দেহের থেকেও বৈরাগ্য। তাহল বাকি আর কি রইলো। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে - বাবা আপনি বলেন দুইদিকের সম্পর্কই বজায় রাখতে হবে। তা তো রাখতেই হবে। যদি সম্পর্ক না রাখো তবে তো সন্ন্যাসীদের মতন হয়ে যাবে। গৃহস্থী জীবনে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকো। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো তবেই বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে লেগে যাবে। আমি হলাম আত্মা, বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেন, গৃহস্থী জীবনে থেকেও পদ্মফুল-সম হয়ে ওঠো। জ্ঞান আর যোগ না বসলে তখন ঝুলে থাকবে। প্রত্যেকের জন্ম পত্রিকা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকে যুক্তিও আলাদা-আলাদারকমের পেয়ে থাকে। কোনো অসুবিধা হলে জিজ্ঞাসা করো। যেকোনো অবস্থাতেই খুশীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকা উচিত। আমরা ঘরে যাব পুনরায় আসবো নতুন রাজধানীতে। এছাড়া সময় তো অতি অল্প রয়েছে। (নিজের) ভূমিকা পালন করতে হবে। মমত্ব(মোহ) দূর করে দিতে হবে। প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা-আলাদা। কারোর হাল্কা(কম), কারোর ভারী (বেশী)। বাবার থেকে যুক্তি নিয়ে ধৈর্য সহকারে কর্মবন্ধনকে মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে, এরজন্য গুপ্ত পরিশ্রম চাই (করতে হবে)। বুদ্ধিকে যাত্রায় নিয়ে যাওয়ায় পরিশ্রম আছে। প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এখন পরিপক্ক হয়ে যাও তবেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখন অনেক প্রকারের বিকল্পের (বিকারী সংকল্প) ঝড় এসে পড়ে। ঘুমই সম্পূর্ণ গুম হয়ে যায়। বিকল্পকেই ঝড় বলা হয়ে থাকে, অন্য কোনো সৎসঙ্গে এ'রকম কোনো কথাই নেই। ওখানে হলো শোনার আনন্দ(কানরস), লাভ কিছুই নেই। এখানে রয়েছে এই পড়াশোনা, আমদানির জন্য। পড়াকে কানরস বলা যায় না। সেইজন্য বাবা বোঝান, এ হলো অন্তিম জন্ম, পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেন শ্রীমতে চলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো না! যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে হুশিয়ার হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম তো করতেই হবে তারপর এই ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। সমগ্র দুনিয়াকে মুক্ত (স্যালভেজ) করতে হবে। তোমরা হলে

স্যালভেশন আর্মি(মুক্তিযোদ্ধা)। নরক থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাও। ওই মুক্তিযোদ্ধারা জানতে এ'টা জানে না যে বিশ্ব-জাহাজ ডুবে রয়েছে। সকলেই রাবণের শিকলে বাঁধা পড়ে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এখন মুক্ত করতে হবে, এতে তো বাবার সহায়তা চাই। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় মুক্তিযোদ্ধা। মানুষমাত্রকেই রাবণের মুষ্টি থেকে মুক্ত করতে হবে। এত নেশা থাকা উচিত। ওই শরীর-সম্বন্ধীয়(লৌকিক) স্যোশাল ওয়ার্কার তো অগণিত রয়েছে। তোমরা কত অল্প রয়েছো। এখানে তো মানুষও অগণিত, সত্যযুগে মানুষ অতি স্বল্পসংখ্যক থাকে। তোমরা অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চারাই আধ্যাত্মিক বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। এই অন্তিম জন্ম যা কড়ি-তুল্য, তাকে হীরেতুল্য হতে হবে। অদ্বিতীয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ। বাবা-ই এক ধর্মের স্থাপনা করেন এবং করান। চারা লাগাতে বা স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কাউকে বাবার সমান করে গড়তে না পেরেছো ততক্ষণ পর্যন্ত খুশীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী হতে পারবে না। খুশীর পারদ তখনই ঊর্ধ্বমুখী হবে যখন দান করবে। যার কাছে ধন রয়েছে কিন্তু তা দান করে না, তাকে অপয়া বলা হয়। এখানে এ'রকম নেই। যার কাছে রয়েছে সে তো দিতে থাকবে। তা নাহলে মনে করবে যে এনার কাছে ধনই নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ঈশ্বরীয় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বিশ্বের ডুবে যাওয়া তরীকে পার করে দিতে হবে। মানুষকে কড়ি-তুল্য থেকে হীরের মতন করে দিতে হবে। জ্ঞান-ধন দানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করবে না।

২) নিজের মনকে (হৃদয়) বাবা এবং নতুন দুনিয়ায় বসাতে হবে। এই পুরোনো দেহের (মোহ) থেকে অসীমের বৈরাগী হতে হবে।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সদা দিব্যতা গ্রহণকারী সফলতা-মূর্তি ভব

জন্ম থেকেই প্রত্যেক বাচ্চাদের বাপদাদার দ্বারা দিব্য বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়। যে এই দিব্যবুদ্ধির বরদানকে যত কার্যে নিয়োগ করে সে তত সফলতা-মূর্তি হয়ে যায়। কারণ প্রতিটি কার্যে দিব্যতাই হলো সফলতার আধার (ভিত)। দিব্য-বুদ্ধি প্রাপ্তকারী আত্মারা দিব্যতাহীনকেও দিব্য করে দেয়। তারা প্রতিটি কথায় (বিষয়ে) দিব্যতাকেই গ্রহণ করে। অদিব্য (দিব্যতাহীন) কার্যের প্রভাব দিব্য-বুদ্ধিধারীদের উপর পড়তে পারে না।

স্লোগানঃ- নিজেকে অতিথি মনে করতে থাকো তবেই স্থিতি অব্যক্ত বা মহান হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;